যুগান্তর

তারিখ ... 16 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪

তিন বছরের ফাজিল ও দুই বছরের কামিল কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ নীতিগত অনুমোদন

শাফিউল ইসলাম

সাধারণ ডিগ্রি ও মাস্টার্স সমমানে উন্নীত করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার ফাজিলকে তিন বছর ও কামিলকে দুই বছর মেয়াদি কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ সরকার নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে। রোববার আন্তঃমন্ত্রালয়ের এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন এলজিআরডি মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন ফাজিল ও কামিল কোর্সের পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যসূচি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ও মাস্টার্স কোর্সের পাঠ্যসূচির সামঞ্জস্য করতে হবে। এজন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আফতাব আহমদকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে।

সুপারিশে বলা হয়, মাদ্রাসা শিক্ষার মূল ভাবধারা বজায় রেখে বিশেষ করে ফাজিল ও কামিল কোর্সে দেশে প্রচলিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মূল স্রোতধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ও মাস্টার্স কোর্সের পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যসূচির সঙ্গে ফাজিল ও কামিল কোর্সের পাঠ্যক্রমের সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি পাস কোর্স ও চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স এবং দুই বছর বা এক বছর মেয়াদি মাস্টার্স কোর্সের অনুরূপ ফাজিল ও কামিল কোর্স চালু করতে হবে। এর ফলে ফাজিল ডিগ্রি পাস কোর্স তিন বছর ও ফাজিল ডিগ্রি অনার্স কোর্স চার বছর মেয়াদি হবে। পাস কোর্সের ক্ষেত্রে এক বছর কামিল মাস্টার্স প্রথম পর্ব এবং এক বছর কামিল মাস্টার্স শেষ পর্ব হবে। এজন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অধিভুক্তির জন্য মাদ্রাসা বোর্ডের ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাকে পাঁচ বছর সময় দেয়া হবে। ফাজিল পাস কোর্সে ১০০ নম্বর বাংলা, ১০০ নম্বর ইংরেজি ও ১০০ নম্বর আরবি বাধ্যতামূলকভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। ফাজিল পাস ও ফাজিল অনার্স কোর্সে চারটি মূল শাখা অর্থাৎ কলা, সামাজিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখা থাকবে। ফাজিল কোর্স জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি হলে বর্তমান মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে ফাজিল কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি বন্ধ করতে হবে। পুরনো শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নিয়ম প্রযোজ্য হবে। এভাবে কামিল কোর্সেও মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে ভর্তি বন্ধ করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফিং প্যাটার্নের সঙ্গে ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার

সুপারিশ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

সুপারিশ : নীতিগত অনুমোদন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

স্টাফিং প্যাটার্নের সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা থেকে দাখিল ও তার নিচের শ্রেণীগুলো পৃথক করতে হবে। এ সুপারিশমালা বাস্তবায়নে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৮০, মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ-১৯৭৮ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২ এর কিছু অংশ সংশোধনেরও সুপারিশ করে বিশেষজ্ঞ কমিটি।

সুপারিশে আরও বলা হয়, আরবি ভাষা ছাড়াও ফাজিল ও কামিল কোর্সের শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হতে হবে বাংলা অথবা ইংরেজি। আরবি কথোপকথনের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য ফাজিল কোর্সের সিলেবাসে বাধ্যতামূলকভাবে কমিউনিকেটিভ অ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ কোর্স অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ কর্মকর্তা বলেন, ফাজিল বা কামিল মাদ্রাসায় অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক বা সহকারী অধ্যাপকের পদ নেই।

এছাড়া অধিকাংশ মাদ্রাসার ভৌত অবকাঠামো অত্যন্ত অপ্রতুল। ফলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান অধিভুক্তি বিধিবিধান মেনে খুব কম সংখ্যক ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা অধিভুক্তি লাভ করতে হবে। অপরদিকে যেসব মাদ্রাসা অধিভুক্তি লাভ করবে তাদের অনেক শিক্ষক ও জনবল চাকরিচ্যুত হতে পারেন বলে তিনি জানান।